তারিখ 20 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৭ ৪ কলাম ৩

দৈনিক
ইত্তেফাক

মংলায় তিন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

■ মংলা (বাগেরহাট) সংবাদদাতা

মংলা উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাসহ দুই সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, মংলা উপজেলায় বর্তমানে ৭০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৩২টি পুরনো ও ৩৮টি নতুন জাতীয়করণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়গুলো দেখভালের জন্য রয়েছেন একজন শিক্ষা কর্মকর্তা ও তিনজন সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা। এদের মধ্যে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে শিক্ষা কর্মকর্তা শামসুন নাহার এবং সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা গুরুদাস বিশ্বাস ও পুষ্পজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে।

সাত পুকুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহিদুল ইসলাম অভিযোগ করেন, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্কুল লেভেল ডেভেলপমেন্ট প্রোগাম (স্লিপ) বাবদ ৪০ হাজার ও নিয়মিত সংস্কার (সিএফএস) বাবদ ৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। শিক্ষা কর্মকর্তারা এ বরাদ্দ থেকে ভ্যাট বাবদ ৫ হাজার বাদ দিয়ে বিল করেন। এরপর বাকিটা দেয়ার সময় টাকা না দিলে বিল দেয়া হবে না বলে প্রত্যেক প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে ৬ হাজার হারে প্রায় ৫ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। এছাড়া প্রায় ১৫টি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বদলি ও ডেপুটেশনের প্রস্তাব দিয়ে ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত উৎকোচ নিয়েছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরো তিন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি জানান, প্রতিবছর উপজেলার গুচ্ছ ট্রেনিং প্রোগামে (ক্লাস্টার ট্রেনিং) সরকারি বরাদ্দ টাকা খরচ না করে যে বিদ্যালয়ে ট্রেনিং আয়োজন করা হয় সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছ থেকে খাবারের ব্যবস্থা করে ওই টাকা আত্মসাৎ করেন। আর ট্রেনিং বাবদ শিক্ষকদের যে সম্মানী দেয়ার কথা তাও দেয়া হয় না।

ওই কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিরা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ করেছেন। তাদের অপসারণের দাবিতে সাধারণ শিক্ষকরা আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু সোমবার সকালে উপজেলা চেয়ারম্যান আবু তাহের হাওলাদার ও ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা আবু সুফিয়ানের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে কর্মসূচি আপাতত স্থগিত রেখেছেন।

এদিকে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শামসুন নাহার দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে আমাদের কিছু বিষয় নিয়ে মতানৈক্য হয়েছে। সে কারণে এ অভিযোগ। শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান করে নেবো। সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা পুষ্পজিৎ মণ্ডল বলেন, আমরা যা কিছু করেছি তা শিক্ষা কর্মকর্তার নির্দেশেই। ব্যক্তিগতভাবে কোনো অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নই।

বাগেরহাট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অশোক কুমার সমদ্দার বলেন, এ বিষয়ে আমার কাছে অভিযোগ এসেছে। তদন্ত শেষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।